প্রথম আলো

তারিখ 22 AUG 2017
পৃ ২০ কলাম ৬

বরগুনার বেতাগীতে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ধর্ষণ এবং তাঁর ডাক্তারি পরীক্ষার প্রতিবেদন পাল্টে দেওয়ার অভিযোগে বেতাগীর সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা মাথায় কালো কাপড় বেঁধে মানববন্ধন করেন। ছবিটি গতকাল বেতাগী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে তোলা • প্রথম আলো

শিক্ষকদের প্রতিবাদ, নাগরিক সমাজের নির্লিপ্ততায় বিস্ময়

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল •

শিক্ষক ধর্ষণের ঘটনার ডাক্তারি পরীক্ষার প্রতিবেদন পাল্টে দেওয়ার অভিযোগে এবং আসামিদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে গতকাল সোমবার থেকে বেতাগীর সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা মাথায় কালো কাপড় ও বুকে কালো ব্যাজ ধারণ করে প্রতিবাদ কর্মসূচি শুরু করেছেন। তিন দিন এই কর্মসূচি চলবে।

শিক্ষক সমিতির নেতারা জানান, আজ মঙ্গলবার উপজেলা শিক্ষক সমিতি মানববন্ধন করে পরবর্তী আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করবে। বেতাগী উপজেলা শিক্ষক-কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন এই কর্মসূচির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছে।

বেতাগী থানা সূত্র জানায়, শিক্ষক ধর্ষণের ঘটনায় দায়ের করা মামলার আরেক আসামিকে গতকাল সোমবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বেতাগীর হোসনাবাদ ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাকসুদুর রহমান বলেন, তিনি ওই মামলার ৩ নম্বর আসামি জুয়েলকে গতকাল আটক করে বরগুনার পুলিশ সুপারের কাছে সোপর্দ করেছেন। জুয়েল হোসনাবাদ ইউনিয়নের কদমতলা গ্রামের আবদুর রহমানের ছেলে। এর আগে রোববার আরেক আসামি মেহেদি হাসান আত্মসমর্পণ করেন। তবে মূল আসামি সুমন বিশ্বাসসহ বাকি চারজন এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে। একইভাবে তাঁদের মদদদাতা হোসনাবাদ ইউনিয়নের ইউপি সদস্য মন্টু বিশ্বাসও এলাকা ছেড়ে গা ঢাকা দিয়েছেন।

এ ঘটনা নিয়ে বরগুনার শিক্ষকসমাজে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হলেও স্থানীয় সামাজিক সংগঠন ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের নির্লিপ্ততা নানা প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে। এ নিয়ে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার বেশ কয়েকজন *প্রথম আলোর* কাছে তাঁদের বিস্ময়ের কথা জানিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, একটি বিদ্যালয়ে ঢুকে সন্ত্রাসী-বখাটেরা এক শিক্ষককে ধর্ষণ করেছে, তাঁর স্বামীকে মারধর করে পাশের কক্ষে আটকে রেখেছে, এর চেয়ে বর্বরতা আর কী হতে পারে? এরপর ধর্ষণের ডাক্তারি পরীক্ষার চিকিৎসক একেক সময় একেক কথা বলছেন। আবার প্রতিবেদনে ধর্ষণের আলামত পাওয়া যায়নি এমন কথা উল্লেখ করা হলো। এটা কীভাবে সম্ভব?

বরগুনা জেলা মহিলা পরিষদের সভাপতি নাজমা বেগম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'মেয়েটির ওপর যে বর্বরতা হয়েছে, সেখানে আমাদের মৌনতা নানা প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি না এত বড় একটি জঘন্য ঘটনার পরও কেন এমন মৌনতা অবলম্বন করছি।' এমন বর্বরোচিত নির্যাতন ও ডাক্তারি পরীক্ষার প্রতিবেদন উল্টে দেওয়ার ঘটনাকে অনভিপ্রেত ও দুঃখজনক বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন, প্রশাসন, নাগরিক সমাজ যদি এখনই এ ঘটনার বিরুদ্ধে সোচ্চার না হয়, তবে এই সন্ত্রাসীরা ক্রমাগত উৎসাহিত হবে এবং একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাতেই থাকবে। তিনি বলেন, জেলা মহিলা পরিষদ আজ মঙ্গলবার বেতাগীর শিক্ষকদের মানববন্ধনে একাত্মতা ঘোষণা করে দু-এক দিনের মধ্যে জেলা সদরে শিক্ষকদের নিয়ে বড় ধরনের প্রতিবাদ কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একই সঙ্গে পটুয়াখালী, পিরোজপুর, ঝালকাঠিসহ অন্যান্য জেলায়ও আলাপ করে মহিলা পরিষদের নেতৃত্বে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালনের চেষ্টা চলছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন জ্যেষ্ঠ শিক্ষক বলেন, বিশেষ কোনো মহল এ ঘটনা নিয়ে খুব বেশি এগোতে দিতে চাইছে না। অতীতে এর চেয়ে ছোটখাটো ঘটনায়ও ব্যাপক প্রতিবাদ হয়েছে।

১৭ আগস্ট দুপুরে বরগুনার বেতাগী উপজেলার একটি স্কুলে স্বামীকে মারধর করে আটকে রেখে শিক্ষককে ধর্ষণের ঘটনায় ডাক্তারি পরীক্ষার প্রতিবেদন দেন বরগুনা জেনারেল হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক। এতে বলা হয়েছে, তাঁকে ধর্ষণের কোনো আলামত পাওয়া যায়নি। তাঁর শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাঁকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। এ ঘটনার পর থেকে বিষয়টি নিয়ে শিক্ষক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তাঁদের মতে, ডাক্তারি পরীক্ষার এই প্রতিবেদন প্রশ্নবিদ্ধ। এটি সত্য চাপা দেওয়ার অপচেষ্টা।

নির্যাতনের শিকার শিক্ষককে সমবেদনা জানাতে গতকাল তাঁর বাড়িতে যান বেতাগী উপজেলা শিক্ষক-কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেডের নেতারা। তাঁরা ওই শিক্ষকের পাশে থেকে সব ধরনের সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন।

শিক্ষক চিকিৎসার জন্য বরিশালে

নির্যাতনের কারণে ওই শিক্ষক বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে জানা গেছে। তাঁর ভাই জানান, পুলিশ কাল বিকেল পৌনে চারটায় একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে অসুস্থ শিক্ষককে চিকিৎসার জন্য বরিশালে নিয়ে গেছে।

তবে বেতাগী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামুনুর রশিদ শিক্ষককে বরিশালে নেওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন। গত রাতে ওসি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা কেন তাঁকে চিকিৎসা করাতে নেব। শিক্ষক ও তাঁর ভাই-বোন ব্যক্তিগত কাজে বরিশালে গেছেন। তাঁদের নিরাপত্তার জন্য সঙ্গে পুলিশ দেওয়া হয়েছে।' শিক্ষকের ভাই তো এখন বাড়িতেই আছেন। এ কথা শুনে ওসি বলেন, হয়তো অন্য কেউ গেছে। উনি (শিক্ষক) যেখানেই যাবেন, সেখানেই তাঁর নিরাপত্তার জন্য পুলিশ সঙ্গে যাবে।

এরপর পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

শিক্ষকদের প্রতিবাদ

শেষ পৃষ্ঠার পর

শিক্ষকের সঙ্গে থাকা বেতাগী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) হাবিবুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, শিক্ষক ব্যক্তিগতভাবে বরিশালে চিকিৎসা করাতে এসেছেন। রাতেই ফিরে যাবেন।

মানববন্ধন ও সমাবেশ

শিক্ষক নির্যাতন ও ধর্ষণের প্রতিবেদন উল্টে দেওয়ার প্রতিবাদে গতকাল ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন ও সমাবেশ করে ঢাকাস্থ বেতাগী উপজেলা কল্যাণ সমিতি। সকাল ১০টায় এই মানববন্ধনে বক্তব্য দেন সংগঠনের সভাপতি জিয়াউল কবির, রিপন গাজী ও গাজী আবদুর রহমান। এ ছাড়া বরগুনা সদরে গতকাল সকাল ১০টায় স্থানীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন ও সমাবেশ করে প্রথম আলো বন্ধুসভা। এতে বক্তব্য দেন সুশান্ত পোদ্দার, রানা তালুকদার প্রমুখ।

বিকেল পাঁচটায় বরিশালের অশ্বিনী কুমার হলের সামনে প্রথম আলো বন্ধুসভার আয়োজনে মানববন্ধন কর্মসূচিতে বিভিন্ন সংগঠন ও বিশিষ্ট নাগরিকেরা অংশ নেন। এতে মহিলা পরিষদ বরিশালের সহসভাপতি নূরজাহান বেগম বলেন, 'বগুড়ার তুফান-পর্বের বিচার চাইতে দাঁড়িয়েছিলাম। সেই বিচার না হতেই বরগুনার ঘটনা ঘটল। তিনি ধর্ষকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।

প্রথম আলো বন্ধুসভার সভাপতি তন্ময় কুমার নাথের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে আরও বক্তব্য দেন শিশু সংগঠক জীবন কৃষ্ণ দে, বরিশাল নাটকের সভাপতি কাজল ঘোষ, কলেজ শিক্ষক নারী নেত্রী সুরুচি রানী কর্মকার, বরিশাল থিয়েটার সভাপতি শুভংকর চক্রবর্তী, সম্মিলিত নারী নির্যাতন প্রতিরোধ জোটের কাজী এনায়েত হোসেন, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সাবিহা আক্তার, ডিডাব্লুএফ নার্সিং কলেজের শিক্ষার্থী মো. সোহাগ, বন্ধু মৃত্তিকা আফজাল, বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক ফারজানা আক্তার প্রমুখ।